بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ আগস্ট, ২০২২ মোতাবেক ১৯ যহুর, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের বিবরণ চলছিল আর তাঁর যুগের ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছিল। তাঁর খিলাফতকালে সিরিয়ায় যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে আজ বর্ণনা করা হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন বিদ্রোহী মুরতাদদের দমনকার্য শেষ করেন এবং আরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তিনি আগ্রাসী বহিঃশত্রুদের মধ্য থেকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ভাবেন, তারা আগ্রাসী জাতি ছিল এবং মুসলমানদের উত্যক্ত করতে থাকতো, কিন্তু তখন পর্যন্ত কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন নি। সিরিয়ার সরকার, অর্থাৎ বর্তমানে যেটি সিরিয়া (নামে পরিচিত), সেটিকে রোম সামাজ্য বলা হতো। সেখানকার বাদশাহ্কে 'কায়সারে রোম' উপাধিতে সম্বোধন করা হতো। তিনি (রা.) তখনও এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনায় রত ছিলেন, এরই মাঝে হযরত শারাহ্বীল বিন হাসানা তাঁর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট বসে পড়েন আর বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আপনি কি সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার কথা ভাবছেন? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু এখনও কাউকে অবহিত করিনি। তুমি এ প্রশ্ন কেন করেছো? হযরত শারাহ্বীল নিবেদন করেন, জ্বী হ্যাঁ, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছেন। এরপর আপনি একটি উঁচু পর্বতশৃঙ্গে চড়েন আর মানুষের দিকে তাকান এবং আপনার সঙ্গীরাও আপনার সাথে রয়েছে। অতঃপর আপনি সেই চূড়া হতে অবতরণ করে একটি নরম, উর্বর ভূমিতে চলে আসেন, যেখানে ফসল, ঝরনা, জনপদ ও দুর্গ রয়েছে। আর আপনি মুসলমানদের বলেন, তোমরা মুশরেকদের ওপর আক্রমণ করো, আমি তোমাদেরকে বিজয় এবং গনিমতের সম্পদ লাভের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এতে মুসলমানরা আক্রমণ করে আর আমিও পতাকাসহ সেই সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি একটি জনপদের দিকে গেলে সেখানকার অধিবাসীরা আমার কাছে নিরাপত্তা চায়। আমি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করি। এরপর আমি যখন আপনার কাছে ফিরে আসি তখন আপনি এক সুবিশাল দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। আপনাকে বিজয় দান করা হয়। তারা আপনার কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। অতঃপর আপনার জন্য একটি সিংহাসন রাখা হয়। আপনি তাতে বসে পড়েন। এরপর কেউ আপনাকে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বিজয় দান করেছেন এবং আপনার সাহায্য করেছেন, তাই আপনি আপনার প্রভু-প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং তাঁর আনুগত্য করতে থাকুন। এরপর সেই ব্যক্তি এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (সূরা নসর: ২-৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে এবং তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রসংশাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী। তিনি বলেন, এরপর আমি জাগ্রত হয়ে যাই। এটি একটি দীর্ঘ স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্ন শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করুক। তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছো আর ইনশাআল্লাহ্‌ ভালোই হবে। এরপর হযরত আবু বকর বলেন, এ স্বপ্নে তুমি বিজয়ের সুসংবাদ এবং আমার মৃত্যুর সংবাদও দিয়েছ। এ কথা বলতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি (রা.) বলেন, বাকি রইল সেই পাথরময় এলাকা যার ওপর চলতে চলতে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেছিলাম এবং সেখান থেকে উঁকি দিয়ে নীচে লোকদের দেখেছিলাম– এর অর্থ হলো, এই সেনাদলের বিষয়ে আমাদের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আর এই সেনা সদস্যদেরও সমস্যাবলী সহ্য করতে হবে। এরপর পুনরায় আমরা বিজয় ও দৃঢ়তা লাভ করব। আর পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে উর্বর ভূমির দিকে যাওয়ার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তো এর ব্যাখ্যা হলো, অর্থাৎ যেখানে সবুজ-শ্যামল ও সতেজ ফসল, ঝরনা, জনপদ এবং দুর্গ ছিল– এর অর্থ হলো, আমরা পূর্বের চেয়ে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করব যাতে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য থাকবে। আর আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক উর্বর ভূমি লাভ করব। আর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমার এই নির্দেশ প্রদানের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যে, শত্রুদের ওপর আক্রমণ করো, আমি বিজয় এবং গনিমতের সম্পদ লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করছি– এর অর্থ হলো মুসলমানদেরকে আমার (পক্ষ থেকে) মুশরেকদের দেশে প্রেরণ করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা। আর সেই পতাকার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যা তোমার কাছে ছিল, যেটি নিয়ে তুমি সেই জনপদসমূহের মধ্য থেকে একটি জনপদে গিয়েছিলে এবং তাতে প্রবেশ করেছিলে আর সেখানকার লোকেরা তোমার নিকট নিরাপত্তা চেয়েছিল এবং তুমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলে– এর অর্থ হলো, তুমি সেই এলাকা জয় করা আমীরদের একজন হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'লা তোমার হাতে বিজয় প্রদান করবেন। বাকি থাকলো সেই দুর্গ যা আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের জন্য বিজয় করিয়েছেন– এর দ্বারা সেই এলাকা বুঝানো হচ্ছে যেটিকে আল্লাহ্‌ তা'লা আমার জন্য জয় করবেন। আর সেই সিংহাসনের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যেখানে তুমি আমাকে বসা অবস্থায় দেখেছ– এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে সম্মান এবং উন্নতিতে ভূষিত করবেন আর মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। আর সেই ব্যক্তির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যে আমাকে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ তা'লার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছে এবং আমার সামনে সূরা নসর তিলাওয়াত করেছে– এভাবে সে আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেছে। এই সূরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, এই সূরায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে। হযরত আবু বকর (রা.) তার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যাই করেছিলেন।

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়া বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সংকল্প করেন তখন তিনি পরামর্শের জন্য হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্‌ (রা.) এবং বদরী সাহাবীদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠ মুহাজের ও আনসারসহ অন্যান্য সাহাবীদের ডাকেন। উক্ত সাহাবীরা যখন তার সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'লার

নিয়ামতরাজি অগণিত। কর্ম তার প্রতিদান হতে পারে না। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার অনেক বেশি গুণকীর্তন করো যে, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে এক কলেমায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন আর তোমাদের মাঝে সন্ধি করিয়েছেন। তোমাদেরকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন এবং শয়তানকে তোমাদের কাছ থেকে দূর করেছেন। এখন তোমাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার এবং খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য বানানোর কোনো আশা শয়তানের নেই। আজ গোটা আরব এক জাতি, যারা একই পিতামাতার সন্তান। আমার ইচ্ছা হলো, রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তাদেরকে সিরিয়া প্রেরণ করব। তাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে তারা হবে শহীদ। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা ইসলামের প্রতিরক্ষায় জীবিত থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে মুজাহিদদের পুরস্কার ও প্রতিদান পাবার যোগ্য হবে। এটি হলো আমার মতামত। এখন আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মত অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করেন।

তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে চান আশিস ও কল্যাণে ভূষিত করেন। আল্লাহ্র কসম! কল্যাণের যে শাখায়-ই আমরা আপনার চেয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছি আপনি সেই ক্ষেত্রে সর্বদা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা, তিনি যাকে চান (তা) দান করেন। আল্লাহর কসম! আমি আপনার সাথে এ উদ্দেশ্যেই সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম যা আপনি এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই ছিল যে, আমি আপনাকে এ কথাটি বলতে পারিনি আর আপনি নিজেই তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। নিশ্চিতরূপে আপনার সিদ্ধান্তই সঠিক। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সঠিক পথের জ্ঞান প্রদান করেছেন।

অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত উসমান বিন আফ্ফান, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আবু উবায়দা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত আলী ও উপস্থিত অন্য সকল আনসার ও মুহাজের সদস্যগণ তার সিদ্ধান্তে সমর্থন প্রদান করে নিবেদন করেন, আমরা আপনার নির্দেশও মান্য করব এবং আনুগত্যও করব। আমরা আপনার নির্দেশ অমান্য করব না এবং আপনার আহ্বানে সাড়া দিব। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য পুনরায় দণ্ডায়মান হন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন, যা তাঁর প্রাপ্য এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে বলেন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ইসলামের নেয়ামত দান করে তোমাদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তোমাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দারা! সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এখন আমি তোমাদের আমীর নির্ধারণ করতে যাচ্ছি আর তাদেরকে তোমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি। তোমরা নিজ প্রভুর আনুগত্য করবে, নিজেদের আমীরদের অবাধ্যতা করবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে নিজেদের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করবে। অভ্যাস ও চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম হওয়ার চেষ্টা করবে। আর খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আল্লাহ্ তা'লা পরহেজগার ও অনুগ্রহকারীদের সঙ্গী হয়ে থাকেন।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করলে তিনি জনসম্মুখে ঘোষণা করেন যে, হে লোকসকল! তোমাদের রোমান শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা কর এবং (এ যুদ্ধে) মুসলমানদের আমীর হবেন হযরত খালেদ বিন সাঈদ।

সিরিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সর্বাগ্রে হযরত খালেদ বিন সাঈদকে প্রেরণ করেন। সুতরাং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর যখন হজ্জ করে মদিনায় ফিরে আসেন তখন ১৩ হিজরী সনে তিনি হযরত খালেদ বিন সাঈদকে একটি সেনাদলসহ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অথচ কতিপয় ব্যক্তির ভাষ্য হলো, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন ঠিক সেসময়ই হযরত খালেদ বিন সাঈদকে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং সিরিয়া বিজয়ের জন্য সর্বপ্রথম যে পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল তা ছিল হযরত খালেদ বিন সাঈদের। এছাড়া অন্য একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এগারোটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে প্রেরণ করেছিলেন সেসময়ই তিনি হযরত খালেদ বিন সাঈদকে সিরিয়ার (দিকে) সীমান্ত সমূহের সুরক্ষা করার জন্য ত্যায়মা যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আর এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নিজ অবস্থান থেকে সরবে না। আশেপাশের লোকদের তোমার সাথে একত্রিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে আর শুধুমাত্র তাদেরকে (সেনাদলে) ভর্তি করবে যারা মুরতাদ হয়নি। আর কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। যতক্ষণ না আমার পক্ষ থেকে ভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। ত্যায়মা হলো সিরিয়া ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। হযরত আবু বকর (রা.) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মদিনাবাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদেরও প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন এবং তাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। সুতরাং তিনি ইয়েমেনবাসীদের প্রতিও একটি পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু হলো এই যে,

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর খলীফার পক্ষ থেকে ইয়েমেনবাসীদের মধ্য থেকে মুমিন ও মুসলমান প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি। যার কাছে-ই এ পত্র পাঠ করা হবে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কীর্তণ করছি যিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের জন্য জিহাদকে আবশ্যক করেছেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা এর জন্য স্বল্প প্রস্তুতি অথবা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (সূরা তওবা: ৪১) অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো। অতএব, জিহাদ অপরিহার্য দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র সমীপে এর মহাপ্রতিদান রয়েছে। আর আমরা মুসলমানদেরকে সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি। তাদের সংকল্প উত্তম আর মর্যাদা উন্নত। অতএব, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! স্বীয় প্রভুর (পক্ষ থেকে নির্ধারিত) ফরয এবং তাঁর নবীর সুন্নত এবং উভয়ের মধ্যে একটি পুণ্য অর্জনের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও, অর্থাৎ, শাহাদত অথবা বিজয় ও গনিমতের সম্পদ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের কর্মহীন কথায় সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ত্যাগ করলেও সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সত্য গ্রহণ করে এবং পবিত্র কুরআনের আদেশ মেনে নেয়। আল্লাহ্ তোমাদের ধর্মের সুরক্ষা করুন এবং তোমাদের হৃদয়কে হেদায়েত দিন আর

তোমাদের কর্মসমূহকে পবিত্র করুন এবং তোমাদেরকে ধৈর্যশীল সংগ্রামীদের ন্যায় প্রতিদান দিন।

হযরত আবু বকর (রা.) এই পত্র হযরত আনাস বিন মালেকের হাতে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি ইয়েমেন পৌঁছি এবং প্রত্যেক পাড়া-মহল্লা এবং প্রত্যেক গোত্রের মাধ্যমে (কাজ) আরম্ভ করি। আমি তাদের সামনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্র পাঠ করতাম আর পত্র পাঠ শেষ করে বলতাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। আমি মহানবী (সা.)-এর খলীফা এবং মুসলমানদের বার্তাবাহক। মন দিয়ে শোন! আমি মুসলমানদের এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা একটি সেনাদল হিসেবে সমবেত আছে। তাদের স্বীয় শত্রু অভিমুখে যাত্রা করার ক্ষেত্রে কেবল তোমাদের অপেক্ষা, অর্থাৎ (তোমাদের) মদিনায় আসার অপেক্ষা আটকে রেখেছে। অতএব তোমরা অতি দ্রুত নিজ ভাইদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো। হে মুসলমানরা! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন। হযরত আনাস (রা.) মদিনায় ফেরত যান এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে লোকজনের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে নিবেদন করেন, ইয়েমেনের সাহসী, বীর এবং অশ্বারোহীরা এলোমেলো চুল ও ধূলিমলিন অবস্থায় আপনার কাছে পৌঁছতে যাচ্ছে। তারা তাদের সহায়-সম্পদ এবং স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে যাত্রা করেছে। অপরদিকে হযরত খালেদ বিন সাঈদ ত্যায়মা পৌঁছে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং চতুর্দিকের বহু দল এসে তার সাথে যোগদান করে। রোমানরা মুসলমানদের এই বিশাল সেনাবাহিনী সম্পর্কে অবগত হলে তারা তাদের প্রভাবাধীন আরবদের কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য সৈন্য তলব করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে রোমানদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে লিখেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, তোমরা অগ্রসর হও এবং তিল পরিমাণ বিচলিত হবে না আর আল্লাহ্‌র কাছে সাহয্য প্রার্থনা করো। তখন হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.) রোমানদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি তাদের নিকটবর্তী হলে তারা এদিক-ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নিজেদের স্থান ত্যাগ করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ সেই স্থান করায়ত্ত করেন এবং তার আশেপাশে যারা সমবেত ছিল তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। হযরত খালেদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। (উত্তরে) হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও, কিন্তু এত বেশি অগ্রসর হয়ে যেও না যাতে পেছন থেকে শত্রুরা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। হযরত খালেদ বিন সাঈদ সেসব লোককে নিয়ে যাত্রা করেন এবং একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে বাহান নামের একজন রোমান পাদরি তাদের মোকাবিলা করতে আসে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.) তাকে পরাজিত করেন এবং তার সৈন্যদের মধ্য হতে অনেককে হত্যা করেন। বাহান পালিয়ে গিয়ে দামেস্কে আশ্রয় নেয়। হযরত খালেদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সম্পর্কে অবগত করে আরও সাহায্যকারী দল চেয়ে পাঠান। তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইয়েমেন থেকে প্রাথমিকভাবে রওয়ানা হয়ে আসা লোকজন উপস্থিত ছিল। এছাড়া মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী লোকেরাও এসেছিল। তাদের মাঝে হযরত যুল ক্বিলা-ও ছিলেন। এছাড়া হযরত ইকরামা-ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন, যার সাথে কতিপয় অঞ্চলের আরও লোকজনও ছিল। তাদের সবার সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) সদকা বা যাকাত সংগ্রাহক আমীরদের লিখেন, যারা বদলী

হতে চায় তাদেরকে বদলী করে দাও; তখন সবাই বদলী হতে চায়। তখন তাদের সবাইকে পরিবর্তন করে একটি নতুন সেনাদল গঠন করা হয়। এজন্য এই সৈন্যবাহিনী 'জায়শুল বিদাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সৈন্যদল হযরত খালেদ বিন সাঈদের কাছে পৌঁছে যায়। এরপরও হযরত আবু বকর (রা.) লোকজনকে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা (রা.)-কে হযরত খালেদ বিন সাঈদের কাছে সিরিয়ায় গমন করার নির্দেশ দেন। খালেদ বিন সাঈদের কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে বলেন, মদিনাবাসীরা তাদের ভাইদের সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে আর হযরত আবু বকর (রা.) সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করছেন। একথা শুনে হযরত খালেদ বিন সাঈদের আনন্দের সীমা রইল না। আর তিনি এই ধারণায় যে, রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ের গৌরব তারই অংশে আসুক, হযরত ওয়ালীদ বিন উকবাকে সাথে নিয়ে রোমানদের বিশাল সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ করতে চাইলেন যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের সেনাপতি বাহান। অর্থাৎ হযরত খালেদ বিন সাঈদ রোমান সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করেন যে, তুমি এত বেশি সামনে চলে যেও না যাতে শত্রুরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। যাহোক, তিনি তার পশ্চাৎভাগের নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং অন্য আমীরদের সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই রোমানদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন। বাহান তার সঙ্গীদের নিয়ে তার সামনে থেকে সরে গিয়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। বাহানের পিছপা হওয়া মূলত একটি কৌশল ছিল। সে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে পেছন দিক দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। এই শঙ্কা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) (পূর্বেই) তাদের সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু বিজয়ের নেশা হযরত খালেদ বিন সাঈদকে যুগ-খলীফার উক্ত সতর্কবাণী সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় আর সম্মুখে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ শত্রুবাহিনীর আরও ভেতরে প্রবেশ করতে থাকেন। তখন তার সাথে হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা ছাড়া হযরত যুল ক্বিলা এবং হযরত ইকরামাও ছিলেন। সেখানে হযরত খালেদ বিন সাঈদকে বাহানের সেনাবাহিনী একযোগে অবরুদ্ধ করে নেয় আর তাদের পথ আটকে দেয়, (কিন্তু) হযরত খালেদ তা জানতেও পারেন নি। এরপর বাহান সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং একস্থানে হযরত খালেদের পুত্র সাঈদকে কিছু লোকের সাথে পানির সন্ধানে রত অবস্থায় পেয়ে যায় এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে। হযরত খালেদ বিন সাঈদ যখন তা জানতে পারেন অর্থাৎ, তার পুত্র এবং তার সঙ্গীদের হত্যার বা শহীদ হওয়ার সংবাদ পান, তখন একদল আরোহী সহ সেখান থেকে পালিয়ে যান। অর্থাৎ মোকাবিলা করার পরিবর্তে তাদের ফেলে সেখান থেকে চলে যান। তার পরে (তার) অনেক সাথীও ঘোড়া এবং উটে আরোহণ করে নিজেদের সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খালেদ পরাজিত হয়ে যুল মারওয়াহ্ (নামক স্থান) পর্যন্ত পৌঁছে যান কিন্তু হযরত ইকরামা (রা.) নিজ অবস্থান থেকে সরেন নি, বরং মুসলমানদের সাহায্য করতে থাকেন। যুল মারওয়াহ্ মক্কা ও মদিনার মাঝে মদিনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। যাহোক, হযরত ইকরামা (রা.) বাহান এবং তার সৈন্যদেরকে হযরত খালেদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি হযরত খালেদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং (তাকে) মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেন নি। যদিও পরবর্তীতে যখন তিনি মদিনায় প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন তখন তিনি আবু বকর (রা.)-এর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হযরত খালেদ বিন সাঈদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দৃঢ়তা এবং উদ্যমে আদৌ কোন ভাটা পড়ে নি। তিনি যখন এ সংবাদ পান যে, হযরত ইকরামা এবং হযরত যুল ক্বিলা মুসলমান সেনাদলকে রোমানদের খপ্পর থেকে রক্ষা করে সিরিয়ার সীমান্তে ফিরিয়ে এনেছেন আর সেখানে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এক মুহূর্ত নষ্ট না করে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণের আয়োজন আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ লক্ষ্যে চারটি বড় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে তাদেরকে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখে প্রেরণ করেন। এর বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে,

প্রথম সেনাবাহিনীটি ছিল ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের। তিনি ছিলেন হযরত মুআবিয়ার ভাই এবং আবু সুফিয়ানের বংশের সর্বোত্তম ব্যক্তি। সাহায্যকারী দল হিসেবে প্রেরিত সেই চারটি সেনাদলের মাঝে এটি ছিল প্রথম সেনাদল যা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে উক্ত সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। তার দায়িত্ব ছিল দামেস্ক পৌঁছে তা জয় করে নেয়া এবং প্রয়োজনের সময় বাকি তিনটি দলকে সাহায্য করা। প্রথমদিকে এই সেনাদলের সদস্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আরও সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করেন যার ফলে তাদের সংখ্যা প্রায় সাত হাজারে উপনীত হয়। হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের এই সেনাদলে মক্কার লোকদের মাঝে সুহায়েল বিন আমর এবং তার ন্যায় পদমর্যাদার অধিকারী আরও লোকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অজ্ঞতার যুগে সুহায়েল বিন আমর কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বিচক্ষণ সর্দারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তির সময় তিনি মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের জন্য পতাকা বাঁধেন তখন রাবিআ বিন আমরকে ডাকেন এবং তার জন্যও একটি পতাকা বাঁধেন আর তাকে বলেন যে, তুমি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে যাবে। তার অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করবে না। এরপর তিনি (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে বলেন, যদি তুমি তোমার সম্মুখ সেনাদলের তত্ত্বাবধান রাবিআ বিন আমরের হাতে সোপর্দ করা সঙ্গত মনে করো তবে অবশ্যই তুমি তা করবে। (কেননা) তাকে আরবদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং তোমাদের জাতির শান্তি স্থাপনকারীদের মাঝে গণ্য করা হয় আর আমিও আশা রখি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তখন হযরত ইয়াযিদ নিবেদন করেন যে, তার বিষয়ে আপনার সুধারণা এবং তার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তার পাশাপাশি পায়ে হাঁটা আরম্ভ করলে হযরত ইয়াযিদ বলেন, হে খলীফাতুর রসূল (সা.)! হয় আপনিও বাহনে উঠুন, নতুবা আমাকে অনুমতি দিন যেন আমিও আপনার সাথে পায়ে হাঁটা আরম্ভ করি, কেননা আমি অপছন্দ করি যে, নিজে আরোহিত থাকব আর আপনি পায়ে হাঁটবেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না আমি বাহনে চড়ব আর না তুমি বাহন থেকে নীচে নামবে। আমি আমার পদযুগলকে আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসরমান বলে মনে করি।

এরপর তিনি হযরত ইয়াযিদকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে ইয়াযিদ! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বনের, তাঁর আনুগত্য করার, তাঁর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের এবং তাঁকে সদা ভয় করার ওসিয়্যত করছি। শত্রুর সাথে যখন তোমার সম্মুখ

লড়াই হবে এবং আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করবেন তখন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং 'মুসলা' করবে না, অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিদের চেহারা বিকৃত করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, ভীরুতা প্রদর্শন করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে এবং কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো খেজুর গাছ পোড়াবে না এবং তা ধ্বংস ও নষ্ট করবে না আর কোনো ফলদায়ী বৃক্ষ কাটবে না। খাওয়ার উদ্দেশ্য বৈ কোনো পশু জবাই করবে না। [অর্থাৎ অযথা পশু জবাই কিংবা হত্যা করবে না।] আর তুমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাবে যারা আল্লাহ্র খাতিরে নিজেদেরকে গির্জাসমূহে উৎসর্গ করে রেখেছে। তাই তোমরা তাদেরকে এবং সেই জিনিসকে যার জন্য তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে– ছেড়ে দিবে। [অর্থাৎ যারা রাহেব বা গির্জার পাদরি, তাদেরকে কিছুই বলবে না] আর তোমরা এমন কিছু লোকও পাবে, শয়তান যাদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রেখেছে। তাদের মাথার মাঝের অংশ এমন থাকবে যেমনটি তিতির পাখি ডিম দেয়ার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ এই শব্দ রয়েছে যে, এমন লোকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রাখে আর চতুর্দিক থেকে পট্টি বা ব্যান্ডেজের ন্যায় চুল ছেড়ে রাখে। অতএব তুমি তাদের মাথার (চুল) মুণ্ডিত অংশে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে। এই লোকদেরকে হত্যা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, তারা খ্রিষ্টানদের এমন একটি দল ছিল যারা রাহেব (অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মযাজক) ছিল না, কিন্তু ধর্মীয় নেতা ছিল যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিতে থাকতো এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণও করতো। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) যদিও একথা বলেছেন যে, যারা ধর্মযাজক এবং গির্জার অভ্যন্তরে আছে, তাদেরকে কিছু বলবে না, কিন্তু এমন লোকেরা এবং তাদের অনুসারীরা যারা যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়, তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবে, কেননা তারা নিজেরাও যোদ্ধা এবং অন্যদেরকেও যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেয়। তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা অনন্যোপায় হয়ে জিযিয়া (যুদ্ধকর) প্রদান করে। যে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলদের সাহায্য করে, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতে তাকে সাহায্য করেন আর আমি তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছি ও আল্লাহ্ তা'লার হাতে সমর্পণ করছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে এগুলো ছাড়া আরও দিকনির্দেশনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে বলেন, আমি তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি যাতে আমি তোমার পরীক্ষা করি, তোমাকে যাচাই করি এবং তোমাকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে তোমার তরবিয়ত করি। যদি তুমি তোমার দায়িত্বসমূহ সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন কর তাহলে তোমাকে পুনরায় তোমার দায়িত্বে নিযুক্ত করব এবং তোমাকে আরও পদোন্নতি দিব। আর তুমি যদি [তোমার দায়িত্বে] অবহেলা কর তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। তিনি তোমার অভ্যন্তরকে সেভাবেই দেখতে পান যেভাবে তিনি তোমার বাহ্যিক অবয়ব দেখেন। তিনি বলেন, মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অধিক নিকটবর্তী যে আল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্বের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালন করে এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যে নিজ আমলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি তাঁর নৈকট্য অর্জন করে। আমি খালেদ বিন সাঈদ-এর স্থলে তোমাকে নিযুক্ত করেছি। অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ

থেকে আত্মরক্ষা করবে। আল্লাহ্‌র কাছে এসব বিষয় এবং এমন কর্ম সম্পাদনকারী অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তুমি যখন তোমার সেনাদলের নিকট পৌঁছবে তখন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদেরকে উত্তম বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিবে আর তাদেরকে যখন হিতোপদেশ দিবে তখন তা সংক্ষিপ্তভাবে দিবে কেননা অনেক বেশি কথা বিভিন্ন বিষয় বিস্মৃত করে দেয়। তুমি নিজ আত্মা পরিশুদ্ধ রাখবে। তোমার কারণে অন্যরাও সংশোধিত হয়ে যাবে। [অর্থাৎ নেতা যদি নিজেকে সৎ রাখে তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের সংশোধন হয়ে যায়]। আর নামায যথাসময়ে পূর্ণ রুকু ও সেজদার মাধ্যমে আদায় করবে। এতে পূর্ণরূপে খোদাভীতি ও আত্মবিগলন অবলম্বন করবে। আর শত্রুপক্ষের কোন দূত যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে। [অর্থাৎ দূত আসলে তার সম্মান করতে হবে] তাদেরকে খুব স্বল্প সময় অবস্থান করতে দিবে এবং তারা যেন তোমার সেনাবাহিনী থেকে দ্রুত বের হয়ে যায় যাতে করে তারা এই সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। [এটিও প্রজ্ঞা যে, কোন দূত আসলে তাকে যতটা সম্ভব কম সময় অবস্থান করতে দাও আর দ্রুত তাকে বিদায় করে দাও]। আর নিজেদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত হতে দিবে না পাছে তারা তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হয়ে যাবে। তাদেরকে নিজ সেনাদলের ভিড়ের মাঝে রাখবে এবং আপন লোকদেরকে তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে। তুমি নিজে যখন তাদের সাথে কথা বলবে তখন নিজের গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করবে না, অন্যথায় তোমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। যখন তুমি কারো কাছে পরামর্শ চাইবে তখন সত্য বলবে তাহলে তুমি সঠিক পরামর্শ পাবে। পরামর্শদাতার নিকট নিজেদের বিষয় গোপন করবে না, অন্যথায় তোমার কারণেই তোমার ক্ষতি হবে। [এটিও একটি নীতি যে, যার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে, তাকে প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও জানাতে হয় যাতে সে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে আর ক্ষতির পরিমাণ নূন্যতম হয়।] রাতের বেলা নিজ বন্ধুদের সাথে কথা বলবে তাহলে তুমি অনেক বিষয়ের সংবাদ পাবে আর রাতে সংবাদ সংগ্রহ কর তাহলে গোপন বিষয়াদি তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। নিরাপত্তা বাহিনীতে বেশি সদস্য রাখবে এবং তাদেরকে নিজ সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে দিবে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বলেই হঠাৎ তাদের ছাউনি পরিদর্শন করবে। যাকে নিজ নিরাপত্তাক্ষেত্রে উদাসীন পাবে তাকে ভালোভাবে সতর্ক করবে এবং শাস্তি প্রদানের সময় বাড়াবাড়ি করবে না। রাতে তাদের (প্রহরার) পালা নির্ধারণ করে দিবে। প্রথম রাতের (প্রহারার) সময় শেষ রাতের চেয়ে দীর্ঘ রাখবে, কেননা দিবসের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই সময়ের পালা সহজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাতের প্রথমাংশের ডিউটি দীর্ঘ রাখবে, কেননা এ অংশে জাগ্রত থাকা সহজ আর শেষ রাতের পালা বা ডিউটির সময় কিছুটা কম রাখবে। যে শাস্তিযোগ্য তাকে শাস্তি প্রদানে ভয় পাবে না। এ ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করবে না। শাস্তি দানে ত্বরা করবে না এবং এটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করবে না। এরপর তিনি বলেন, নিজ বাহিনী থেকে উদাসীন থেকো না তাহলে তারা নষ্ট হয়ে যাবে আর তাদের ব্যাপারে গয়েন্দাগিরী করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। তাদের গোপন কথা মানুষের কাছে বলবে না। তাদের বাহ্যিকতাকেই যথেষ্ট মনে করবে, আজেবাজে লোকদের সাথে বসবে না। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোকদের সাথে বসবে। শত্রুর সাথে লড়াইয়ের সময় অবিচল থাকবে। কাপুরুষ হবে না নতুবা অন্যরাও কাপুরুষ হয়ে যাবে। গনিমতের সম্পদের ক্ষেত্রে খিয়ানত পরিহার করো, এটি দারিদ্রের নিকটবর্তী করে আর বিজয় ও ঐশী সাহায্যকে বাধাগ্রস্ত

করে। তুমি এমন লোকদের দেখতে পাবে যারা গির্জায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছে। অতএব তুমি তাদেরকে এবং যে কাজের জন্য তারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে সেটিকে উপেক্ষা করো।

এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা যা প্রত্যেক নেতার জন্য, কর্মকর্তার জন্য কাজ করার ও আমল করার ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদের হাত ধরে তাকে বিদায় জানিয়ে বলেন, তুমি প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি মুসলমানদের সম্মানিত ব্যক্তিদের আমীর নিযুক্ত করেছি, যারা নিম্ন শ্রেণির লোকও নয়, দুর্বলও নয় আর অথর্বও নয় আর ধর্মীয় কট্টর লোকও নয়। অতএব, তুমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। আপন কৃপার হাত তাদের জন্য প্রসারিত রেখো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। সদাচরণ করো। আল্লাহ্ তোমার জন্য তোমার সঙ্গীদের সদাচারী বানিয়ে দিন আর (তিনি বলেন) খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আমাদের সাহায্য করুন।

এরপর হযরত ইয়াযিদ তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় ফজর ও আসরের নামাযের পর এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ। আমরা কিছুই ছিলাম না। তুমি নিজ সন্নিধান হতে দয়া ও কৃপা করত আমাদের প্রতি এক রসূল অবতীর্ণ করেছ। এরপর তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছ, যখন কিনা আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। আর তুমি আমাদের হৃদয়ে ঈমানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেছ, যখন কিনা আমরা কাফের ছিলাম। আমরা সংখ্যায় নগন্য ছিলাম, তুমি আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ। আমরা বিভক্ত ছিলাম, তুমি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছ। আমরা দুর্বল ছিলাম, তুমি আমাদেরকে শক্তি দান করেছ। অতঃপর তুমি আমাদের জন্য জিহাদকে আবশ্যক করেছ, আর আমাদেরকে মুশরেকরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছ যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর স্বীকারোক্তি দেয়া অথবা নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় না থাকে। অর্থাৎ, হয় তারা মুসলমান হবে, আর যদি মুসলমান না হয় তাহলে জিযিয়া প্রদান করবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার এমন শত্রুর সাথে জিহাদ করার বিনিময়ে তোমার সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী যারা তোমার সাথে শরীক করে এবং তোমাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করে। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সীমা লঙ্ঘনকারীরা যা বলে তা থেকে তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ। হে আল্লাহ! নিজ মুশরেক শত্রুদের বিপরীতে তোমার মুসলমান বান্দাদের সাহায্য করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সহজ বিজয় দান করো এবং তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করো। এদের মধ্যে যাদের সাহস কম তাদেরকে সাহসী বানিয়ে দাও এবং তাদেরকে অবিচলতা দাও আর তাদের শত্রুদের (মনোবল) চ্যুত করে দাও এবং তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করো আর তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দাও। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করো। তাদের ফসলাদি ধ্বংস করে দাও। আর আমাদেরকে তাদের ক্ষেতখামার, তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের ধন-সম্পদ এবং নিদর্শনাবলীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও। আর তুমি স্বয়ং আমাদের অভিভাবক ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী হয়ে যাও। আমাদের সমস্যাদির সমাধান করে দাও। তোমার কৃপারাজির ভাগিদার হওয়ার জন্য আমাদেরকে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি আমাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের এবং মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরও ক্ষমা করে দাও। তাদের মাঝে যারা জীবিত তাদেরকেও এবং যারা মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকেও (ক্ষমা করে দাও)। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের সবাইকে ইহ

ও পরকালে সত্যের ওপর দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান করুন। নিশ্চয় তিনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী।

দ্বিতীয় সেনাদল শারাহবিল বিন হাসানার ছিল। হযরত শারাহবিল বিন হাসানার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন মুতা' এবং মাতার নাম ছিল হাসানা। তার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ ছিল। হযরত শারাহবিলের পিতা তার শৈশবেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন আর তিনি তার মাতা হাসানার নামে শারাহবিল বিন হাসানা নামে পরিচিত হন। হযরত শারাহবিল প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। খিলাফতে রাশেদার যুগে তিনি প্রখ্যাত সেনাপতিদের একজন ছিলেন। আঠারো হিজরী সনে ৬৭ (ষাতষট্টি) বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত শারাহবিল বিন হাসানাকে প্রেরণের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের যাত্রার তিন দিন পরের তারিখ নির্ধারণ করেন। তৃতীয় দিন যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তিনি হযরত শারাহবিলকে বিদায় জানিয়ে বলেন, হে শারাহবিল! আমি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে যে উপদেশ দিয়েছি সেটা কি তুমি শোন নি? তিনি নিবেদন করেন, কেন নয়? আমি শুনেছি। অর্থাৎ যে উপদেশ আমি পূর্বে পড়ে শুনিয়েছি। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে একই উপদেশ প্রদান করছি এবং সেসব বিষয়েরও উপদেশ দিচ্ছি যেগুলো ইয়াযিদকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে যথাসময়ে নামায পড়ার ওসীয়্যত করছি। আর যুদ্ধের দিন অবিচল থাকার (ওসীয়্যত করছি) যতক্ষণ না তুমি জয়লাভ করবে অথবা শহীদ হয়ে যাবে। আর রোগীদের শুশ্রূষা করতে এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতে ও সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকর তথা স্মরণ করার ওসীয়্যত করছি। আবু সুফিয়ান তাকে বলেন, ইয়াযিদ এসব গুণের ওপর পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং সিরিয়া যাবার পূর্ব থেকেই তিনি এগুলোর ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তিনি এগুলোকে আরও গুরুত্ব দিবেন ইনশাআল্লাহ্। হযরত শারাহবিল উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ যা চাইবেন তা-ই হবে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-কে বিদায় জানিয়ে নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত শারাহবিলের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার ছিল। তাকে এই আদেশ দেয়া হয় যে, তাবুক এবং বলকা যান। এরপর বুসরার দিকে যাবেন এবং এটাই যেন শেষ গন্তব্য হয়। বুসরা সিরিয়ার একটি প্রাচীণ এবং বিখ্যাত শহর। হযরত শারাহবিল বলকার দিকে রওয়ানা হন। কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় নি। বলকাও সিরিয়ার অঞ্চলে অবস্থিত। তার সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর বামে এবং আমর বিন আস (রা.)-এর ডানে চলতে চলতে বলকা পৌঁছে আর ভেতরে প্রবেশ করে এবং বুসরা পৌঁছে এর অবরোধ করে। কিন্তু বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয় নি, কেননা এটি রোমানদের শক্তিশালী ও সুরক্ষিত কেন্দ্রগুলোর একটি ছিল।

তৃতীয় সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর ছিল। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্‌র নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ্। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ বিন জাররাহ্ ছিল। হযরত আবু উবায়দা নিজ ডাকনামেই বেশি পরিচিত। যদিও তার বংশ পরিচয়কে তার দাদা জাররাহ্-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। তিনি সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্বেরা বলা হয়। আঠারো হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর।

হযরত আবু বকর (রা.) তৃতীয় যে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেমনটি আমি বলেছি এই সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন হযরত আবু উবায়দা। তাকে হিমসের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। হিম্‌সও দামেস্কের নিকট অবস্থিত সিরিয়ার একটি প্রাচীণ শহর আর এটি বড় শহর ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭ হাজার। কিন্তু অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ থেকে ৪ হাজার। হযরত আবু উবায়দা (রা.) পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বলকার একটি জনবসতি মাআবের পাশ দিয়ে যচ্ছিলেন। এটি কোন শহর ছিল না, বরং তাবুর একটি জনবসতি ছিল। সেখানকার লোকদের সাথে তার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পরে তারা তার কাছে সন্ধির আবেদন জানালে তিনি (রা.) তাদের সাথে সন্ধি করে নেন। এটি ছিল সিরিয়া অঞ্চলে হওয়া সর্বপ্রথম সন্ধি। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে কায়েস বিন হুবায়রাকেও পাঠিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার সম্পর্কে আবু উবায়দাকে ওসীয়্যত করে বলেন, তোমাদের সাথে আরবের অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে মহা মর্যাদার অধিকারী এক ব্যক্তি রয়েছে। আমি মনে করি না যে, জিহাদের বিষয়ে তার চেয়ে অধিক নেক নিয়তের কেউ আছে। তার মতামত, পরামর্শ ও রণশক্তি হতে মুসলমানরা অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তাকে নিজের কাছাকাছি রাখবে এবং তার সাথে নম্রতা ও সম্মানপূর্ণ আচরণ করবে আর তাকে এটি উপলব্ধি করাবে যে, তোমরা তার প্রতি অমুখাপেক্ষী নও। এর ফলে তোমরা তার কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করতে থাকবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার চেষ্টাপ্রচেষ্টা তোমাদের সাথে থাকবে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেখান থেকে চলে গেলে হযরত আবু বকর (রা.) কায়েস বিন হুবায়রাকে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে উম্মতের আমীন আবু উবায়দার সাথে প্রেরণ করছি। তার সাথে অন্যায় করা হলে এর বিপরীতে তিনি অন্যায় করেন না, আর তার সাথে মন্দ আচরণ করা হলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে তিনি তা জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হন। মু'মিনদের প্রতি তিনি খুবই দয়ালু, কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। তুমি তার আদেশ অমান্য করবে না আর তিনি তোমাকে কল্যাণেরই আদেশ দিবেন। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তিনি তোমার কথা শুনেন। কাজেই আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তুমি তাকে পরামর্শ দিবে। আমি শুনে এসেছি যে, তুমি অংশীবাদিতা ও অজ্ঞতার যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞ (একজন) সর্দার ছিলে। অথচ অজ্ঞতার যুগে কেবল পাপ ও কুফর পাওয়া যেত। অতএব তুমি তোমার শক্তি ও বীরত্বকে মুসলমান হিসেবে কাফের এবং সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানিয়েছে। এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য মহান প্রতিদান এবং মুসলমানদের জন্য সম্মান ও বিজয় রেখেছেন। এই উপদেশ শুনে কায়েস বিন হুবায়রা নিবেদন করেন, আপনি যদি জীবিত থাকেন আর আমিও যদি জীবিত থাকি তাহলে আমার সম্পর্কে আপনি মুসলমানদের সুরক্ষা এবং মুশরেকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এমন সব সংবাদ পাবেন যা আপনার পছন্দ হবে এবং আপনাকে আনন্দিত করবে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনার মতো মানুষই এমনটি করতে পারে। পরে আবু বকর (রা.) যখন জাবিয়াতে দুজন সেনাপতির বিরুদ্ধে তার সম্মুখযুদ্ধ এবং তাদের দুজনকেই হত্যা করার সংবাদ পান তখন তিনি (রা.) বলেন, কায়েস সত্য করে দেখিয়েছে আর নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

আরও আলোচনা বাকি রয়েছে যা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। এখন আমি একজন শহীদেরও স্মৃতিচরণ করতে চাই। তিনি হলেন আমাদের একজন শহীদ নাসীর আহমদ

সাহেব, যিনি আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাবওয়ার পূর্ব দারুর্ রহমত মহল্লায় বসবাস করতেন। গত ১২ আগস্ট তারিখে এক আহমদীয়াতবিরোধী ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

বিবরণ অনুসারে নাসীর আহমদ সাহেব বাসষ্ট্যান্ডে তার সংবাদপত্র বিক্রেতা এক বন্ধুর কাছে বসেছিলেন। এমন সময় এক ধর্মীয় উগ্রবাদী হাফেয শেহ্জাদ হাসান সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আহমদী? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের সদস্য। একথা শুনতেই সেই ব্যক্তি তাকে জামা'ত বিরোধী শ্লোগান দিতে বলে। কিন্তু (এমনটি করতে) তিনি অস্বীকৃতি জানালে সে তার ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে শ্লোগান দিতে দিতে নাসীর আহমদ সাহেবের ওপর আক্রমণ করে। সে একাধিক ছুরিকাঘাত করে এবং কয়েক সেকেন্ডের ভেতর এত বেশি ছুরিকাঘাত করে যে, তা প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয়। যাহোক, ছুরির একাধিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি শহীদ হয়ে যান। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৬২ বছর। ঘটনার পর ঘাতক তার জবানবন্দিতে বলেছে যে, আমি এই কাজের জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আর ভবিষ্যতেও সুযোগ পেলে এই কাজ করতে দ্বিধা করব না। এই পুরো ঘটনাটি মাত্র দুই-এক মিনিট, বরং বলা যায় এক মিনিটের ভেতরেই সংঘটিত হয়েছে। বলা হয়েছে, দুই বা আড়াই-তিন মিনিটের মধ্যেই তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই ছিল। তাই সেই আঘাতগুলোই প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতামহ শিয়ালকোট জেলার রায়পুর নিবাসী জনাব ফিরোজ দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়, যিনি ১৯৩৫ সনে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি আর পড়ালেখা করেননি এবং পৈত্রিক পেশা কৃষিজীবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এছাড়া তিনি কিছুদিন প্রবাসেও অতিবাহিত করেছেন। অর্থাৎ মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে চাকরি করতে থাকেন, এরপর পাকিস্তান চলে আসেন। ১০ বছর পূর্বে তিনি শিয়ালকোটের রায়পুর থেকে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। ইদানীং অবসরে ছিলেন, কোন কাজ বা চাকরি করছিলেন না। হৃদরোগেও আক্রান্ত ছিলেন। বেশিরভাগ সময় তিনি গ্রাম পর্যায়ে জামা'তের কাজে অতিবাহিত করতেন। বর্তমানেও তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্তে মোন্তাযেম ইসার (অর্থাৎ মানবসেবা বিভাগ) ও অর্থ বিভাগের চাঁদা সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছিলেন। অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। পাড়ার সবার, বিশেষত এতীম ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, মিশুক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। পায়ে আঘাত লাগার কারণে ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছিল, একারণে হাঁটা-চলার ক্ষেত্রেও কষ্ট হতো। কিন্তু তবুও রাতের বেলায়ও যদি জামা'তীভাবে কোন ডিউটি বা প্রহরা দেয়ার জন্য ডাকা হতো তাহলে উপস্থিত হয়ে যেতেন। খুতবা শোনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতেন, নামায আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন এবং (এ বিষয়ে) নিজ পাড়ায় খোঁজ-খবরও নিতেন। খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। ফজরের নামাযের পর এক ঘন্টা মোবাইল ফোনে তিলাওয়াত শোনা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। প্রায় প্রতিদিনই দোয়া করার জন্য কবরস্থানে ও বেহেশতি মাকবেরাতেও যেতেন।

মহল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, যখনই জামা'তের কাজের জন্য প্রয়োজন হতো, শহীদ মরহুম তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতেন এবং কখনো এমন হয় নি যে, তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মরহুমের মেয়ে মুবারকা সাহেবা বলেন, শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, লোকজন ভিড় করে আছে এবং শোকাবহ একটি পরিবেশ বিরাজ করছে; এর ভিত্তিতে সদকাও দেয়া হয়। শহীদ মরহুম নিজেও কিছুদিন থেকে বারবার বলছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই।

তার সহধর্মিনী পারভীন আখতার সাহেবা ছাড়াও তার তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

তার ভাই তানভীর আখতার সাহেব বলেন, বাহ্যিক শিক্ষাদীক্ষা ও জামা'তের বিষয়ে যদিও তার খুব একটা জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শৈশব থেকেই জামা'তের জন্য প্রচণ্ড আত্মাভিমান ছিল এবং খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। একজন সাদা মনের মানুষ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন, অন্যদের আনন্দিত হতে দেখলে নিজেও আনন্দিত হতেন। লাহোর থেকে ঈদের সময় যখন বাড়ি আসতেন তখন অনেক খাবারদাবার নিয়ে আসতেন এবং সবসময় নিজের জন্য খুব ভালো নতুন পোশাক সেলাই করিয়ে আনতেন আর কেবল ঈদের দিন পরার পর আমি যেহেতু ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলাম, তাই সেই পোশাকটি আমাকে দিয়ে দিতেন এবং আমার পুরোনোটি নিজে নিয়ে নিতেন।

তার ভাতিজা বলেন, সবসময় নিজের কাছে ফোন রাখতেন, কেননা জামা'তের যেকারো সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ফোন সাথে না থাকলে যোগাযোগ কীভাবে হবে? রাতের বেলা ফোন আসলেও তৎক্ষণাৎ উঠে জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। সাহায্যের জন্য রাবওয়ার প্রান্তে প্রান্তে যেতে হলেও যেতেন। রক্তদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন আর এভাবে তিনি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচানোর কারণ হয়েছেন। তিনি কখনোই (তার) হৃদরোগের পরোয়া করেননি। তার কাছে অভাবীদের সাহায্য করা ছিল আবশ্যকীয় নৈতিক দায়িত্ব যা তার কাছে নিজ ব্যাধির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ স্থান দিন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারেরও সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন। এছাড়া তার সন্তানদেরও তার পুণ্য সমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)